

“মিষ্টি বাচ্চারা - সজ্ঞামে তোমাদের নতুন আর একেবারে আলাদা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তোমরা জানো যে আমরা সকল আত্মারা হলাম অভিনেতা। একজনের পটি অন্যজনের সাথে মেলে না”

\*প্রশ্নঃ - মায়ার উপর জয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা আধ্যাত্মিক যোদ্ধাদের (কষ্টিত্রয়দের) কোন্ যুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে ?

\*উত্তরঃ - হে আধ্যাত্মিক কষ্টিত্রয়, তোমরা সর্বদা স্ত্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। আত্ম অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, প্রতিদিন সকাল সকাল উঠে স্মরণে থাকার অভ্যাস তৈরী করো, তাহলে মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। উল্টো-পাল্টা সংকল্পের থেকে বেঁচে যাবে। স্মরণের মিষ্টি যুক্তি মায়াজিৎ বানিয়ে দেবে।

\*গীতঃ- যার সাথী হলেন ভগবান...

ওম্ শান্তি । এটা হল মানুষের দ্বারা তৈরী হওয়া গান। এর অর্থ কেউ কিছুই জানেনা। গান, ভজন ইত্যাদি গাইতে থাকে। ভক্তরা মহিমা করতে থাকে কিন্তু কিছুই জানেনা। মহিমা অনেক করতে থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরকেও কোনো মহিমা করতে হয়না। বাচ্চারা বাবার কখনো মহিমা করে না। বাবা জানেন যে এরা হলো আমার বাচ্চা। বাচ্চারা জানে ইনি হলেন আমাদের বাবা। এখন এটা হল অসীম জগতের কথা। তবুও সকলে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে। এতদিন পর্যন্তও স্মরণ করে এসেছে। ভগবানকে বলে যে - হে বাবা। এঁনার নাম হল শিব বাবা। যেরকম আমরা হলাম আত্মা সেইরকম তিনি হলেন শিব বাবা। তিনি হলেন পরম আত্মা, যাকে সুপ্রিম বলা হয়, আমরা হলাম তাঁর বাচ্চা। তাঁকে সুপ্রিম সোল অর্থাৎ পরম আত্মা বলা হয়। তাঁর নিবাস স্থান কোথায়? পরম ধামে। সমস্ত আত্মারা সেখানেই থাকে। সকল আত্মারাই হলো অভিনেতা। তোমরা জানো যে নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম হয়ে থাকে। প্রত্যেকের পটি অনুসারে সেই মতো মূল্য প্রাপ্ত হয়। সেখানে যে আত্মা থাকে তারা প্রত্যেকেই হলো পটিধারী কিন্তু নম্বরের ক্রম অনুসারে সকলের পটি প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মিক বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আত্মাদের মধ্যে কিভাবে অবিনাশী পটি পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমস্ত আত্মাদের পটি এক রকম হতে পারে না। সকলের মধ্যে একই রকম শক্তি নেই। তোমরা জানো যে সব থেকে ভালো পাঠ্য তাদের, যারা প্রথমদিকে শিব বাবার রুদ্র মালাতে আছে। নাটকে যারা খুব ভালো ভালো অভিনেতা হয় তাদের অনেক মহিমা হয়ে থাকে। কেবল তাদেরকে দেখার জন্যও লোকেরা যায়। তো এটাই হল অসীম জগতের ড্রামা। এই অসীম জগতের ড্রামাতেও উঁচু হলেন এক বাবা। তাঁকে সর্বোচ্চ অ্যাকটর, ক্রিয়েটর, ডাইরেকটরও বলা যায়, তারা সবাই হল লৌকিক জগতের অভিনেতা, ডাইরেকটর ইত্যাদি। তাদের নিজেদের ছোট পটি প্রাপ্ত হয়। আত্মাই ভূমিকা পালন করে কিন্তু দেহ অভিমানের কারণে বলে দেয় যে মানুষের এইরকম পটি আছে। বাবা বলেন সমস্ত পটিই হল আত্মার। আত্ম অভিমানী হতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে সৎযুগে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে। বাবাকে জানে না। এখানে কলিযুগে তো আত্ম-অভিমানী নেই আর বাবাকেও জানে না। এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হচ্ছে। বাবাকেও জেনেছো।

তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের একবারই আলাদা জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা আত্মাকে জেনে গেছ যে আমরা সবাই হলাম আত্মা, অভিনেতা। প্রত্যেকেরই পটি প্রাপ্ত হয়েছে যেটা পরস্পরের সাথে মেলে না। সমস্ত পটি আত্মার মধ্যেই আছে। এমনিতেও তো যে নাটক তৈরি হয়, সেই পটিও আত্মাই ধারণ করে। ভালো পটিও আত্মাই গ্রহণ করে। আত্মাই বলে যে আমি হলাম গর্ভনর, আমি অমুক। কিন্তু আত্ম-অভিমানী হয়না। সৎযুগে বুঝবে যে আমি হলাম আত্মা। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নেবে। পরমাত্মাকে সেখানে কেউ জানবে না, এই সময় তোমরা সবকিছু জেনে গেছো। শূন্য আর দেবতাদের থেকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে উত্তম। এত অধিক ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে, যে তৈরী হবে। প্রদর্শনীতে লক্ষ্যধিক আসে। যে ভালোভাবে বুঝবে, জ্ঞান শুনবে তারা প্রজা হয়ে যাবে। এক-এক রাজার অনেক প্রজা হবে। তোমরা অনেক প্রজা তৈরি করছ। প্রদর্শনী, প্রজেক্টরের দ্বারা কেউ কেউ বুঝে ভালো ভালোও তৈরী হয়। শিখবে, যোগ করবে। এখন তারা বেরিয়ে আসবে। প্রজাও বেরোবে তারপর ধনী, রাজা-রানী, গরিব ইত্যাদি সবাই বেরিয়ে আসবে। প্রিন্স প্রিন্সেস অনেক হবে। সৎযুগ থেকে তেরতা পর্যন্ত প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। কেবল ৮ জন বা ১০৮ জন তো হবে না। কিন্তু এখন সবাই তৈরি হচ্ছে। তোমরা সেবা করতে থাকো। এটাও নতুন কিছু নয়। তোমরা যদি কোনো অনুষ্ঠান করো, এও নাথিং নিউ (নতুন কিছু নয়)। অনেকবার করেছ পুনরায় সজ্ঞাম যুগে করবে, আর কি করবে! বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে। একে বলা হয় ওয়াল্ড-এর হিস্ট্রি জিওগ্রাফি। প্রত্যেক কথাতে নম্বরের ক্রম তো হবেই। তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাষণ করতে পারে তাকে সবাই বলবে যে এ খুব সুন্দর ভাষণ করেছে। অন্যদের শুনবে তো বলবে যে প্রথমজন খুব ভালো বোঝাতে পারে। তৃতীয়জন তার থেকেও ভালো হলে তো বলবে যে এ তো তার থেকেও অধিক ভালো বোঝায়। প্রত্যেক কথাতে পুরুষাধি করতে হবে যে আমি তার থেকে উপরে যাব। যারা দক্ষ হবে তারা ঝট্ করে হাত তুলবে ভাষণ করার জন্য। তোমরা সবাই হলে পুরুষাধি, পরবর্তীকালে মেল টেরন হয়ে যাবে। যেইরকম মাস্সা স্পেশাল মেল টেরন ছিলেন। বাবার বিষয়ে তো জানা যায় না, কেননা দুজন একসঙ্গে ছিলেন। তোমরা বুঝতে পারবে না যে কে বলছেন। তোমরা সর্বদা এটাই বুঝবে যে শিব বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা আর দাদা

দু'জনে জানেন কিন্তু তিনি হলেন অন্তর্যামী। বাইরে থেকে বলেন যে ইনি তো খুবই হুশিয়ার। বাবাও মহিমা শুনে খুশি হন। লৌকিক বাবার কোনো বাচ্চা যদি ভালো রকম পড়াশোনা করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করে, তখন বাবা বোঝেন যে এই বাচ্চার ভালো নাম হবে। ইনিও বোঝেন যে অমুক বাচ্চা এই আধ্যাত্মিক সেবাতে খুবই হুশিয়ার। মুখ্য হলো ভাষণ করা, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া, বোঝানো। বাবা উদাহরণও বলেছিলেন যে কারো ৫টি বাচ্চা ছিল, তো কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে তোমার কতগুলো বাচ্চা? তো বলেছিল যে আমার দুটি বাচ্চা। তাকে বলল তোমার তো ৫ টি বাচ্চা। তখন সে বলল, সুপুত্র হল দুটি। এখানেও এরকম। বাচ্চা তো অনেক আছে। বাবা বলবেন যে এই ডাক্তার নির্মলা বাচ্চী খুবই ভালো। অত্যান্ত প্রেমের সাথে লৌকিক বাবাকে বুঝিয়ে সেন্টার খুলিয়েছে। এটাই হল ভারতের সেবা। তোমরা ভারতকে স্র্গ বানাচ্ছ। রাবণ এই ভারতকে নরক বানিয়েছে। একজন সীতা বন্দি ছিলেন না, তোমরা সীতারা রাবণের কাছে বন্দি ছিলে। বাকি শাস্ত্রের তো সব গল্প-কথা বলে দিয়েছে। এই ভক্তি-মার্গও ড্রামাতে আছে। তোমরা জানো যে সংযুগ থেকে যেটা ঘটে এসেছে সেটাই পুনরাবৃত্তি হবে। তোমরাই পূজ্য তোমরাই পূজারী হও। বাবা বলেন, আমাকে এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে হয়। প্রথমে গোলেডেন এজড্ তারপর আয়রন এজড্ হতে হয়। সংযুগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। রামরাজ্য তো চন্দ্রবংশী ছিল।

এই সময় তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয় (যোদ্ধা)। যুদ্ধের ময়দানে আগতকে কষত্রিয় বলা যায়। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয়। বাকি অন্যরা হল লৌকিক কষত্রিয়। তাদেরকে বলা যায় বাহুবলের দ্বারা লড়াই ঝগড়া করে। শুরু থেকে মল্লযুদ্ধ হতো হাত ইত্যাদির দ্বারা। নিজেদের মধ্যে লড়াই করতো তারপর বিজয় প্রাপ্ত করত। এখন তো দেখো বম্বস্ ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। তোমরাও হলে কষত্রিয়, তারাও হলো কষত্রিয়। স্রীমতে চলে তোমরা মায়ার উপর জয় লাভ করো। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয়। এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাই সবকিছু করছে। আত্মাকে বাবা এসে শেখাচ্ছেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে মায়া আক্রমণ করবে না। তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের উল্টোপাল্টা সংকল্প আসবে না। বাবাকে স্মরণ করলে খুশিও থাকবে। এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন যে, সকাল সকাল উঠে অভ্যাস করো। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আত্মা বলছে - বাবা। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন - আমি হলাম তোমাদের বাবা, তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাতে এসেছি। এটা হল মনুষ্যসৃষ্টির উল্টো বৃক্ষ। এটি হলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মনুষ্যসৃষ্টি, একে বলা যায় বিরাট লীলা। বাবা বুঝিয়েছেন যে এই মানুষের বৃক্ষের আমি হলাম বীজ রূপ। আমাকে স্মরণ করে। কে কোন বৃক্ষের, কে কোন বৃক্ষের। তবুও নম্বরের ক্রমানুসারে বেরিয়ে আসে। এটাই ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। কথিত আছে যে অমুক ধর্ম স্থাপক দেবদূতকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে পাঠান না। এটা ড্রামা অনুসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই একজনই আছেন যিনি ধর্ম আর রাজধানী স্থাপন করেছেন। এটা দুনিয়াতে কেউই জানেনা। এখন হল সজাম। বিনাশের জ্বালা প্রজ্বলিত হবেই। এটি হল শিব বাবার জ্ঞান যজ্ঞ। তারা বুদ্ধ নাম রেখে দিয়েছে। প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা তোমরা বরাহমণেরা জন্ম নিয়েছে, তাইনা। তোমরা হলে সবথেকে শ্রেষ্ঠ। পিছনে আরো অনেকে বেরিয়ে আসে। বাস্তবে তো সবাই হল বরহমার বাচ্চা। বরহমাকে বলা যায় প্লেট প্লেট গ্যান্ড ফাদার। বিভাগ আছে, সবার প্রথমে বরহমা হলেন উঁচুতে তারপর শাখা বিভাজন হয়েছে। বলা হয় ভগবান সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেন। রচনা তো আছে। যখন তারা পতিত হয় তখন তাঁকে আহ্বান করে। তিনিই এসে দুঃখী সৃষ্টিকে সুখী বানান, এইজন্য আহ্বান করে, বাবা, দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী এসো। নাম রেখে দিয়েছে হরিন্দ্র। হরিন্দ্র অর্থাৎ হরির দ্বার। সেখানে গজা প্রবাহিত হচ্ছে। মনে করে যে আমরা গজা স্মান করলে হরির দ্বারে চলে যাব। কিন্তু হরির দ্বার কোথায় আছে? তারা তখন কৃশকে বলে দেয়। হরির দ্বার তো হলেন শিব বাবা। দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। প্রথমে তোমাদেরকে যেতে হবে নিজ নিকেতনে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজের বাবার আর ঘরের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার স্থান হল উপরে। ফুল হলো উপরে তারপর যুগল দানা তার থেকে নিচে। তখন বলা হবে বুদ্ধ মালা। বুদ্ধ মালা তারপর বিষ্ণুর মালা। বিষ্ণুর গলার হার সেটাই যারা বিষ্ণুপুরীতে রাজত্ব করবে। বরাহমণদের মালা হয় না, কেননা সময়ে সময়ে তা ভেঙে যায়। বাবা বোঝান, নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছে তাই না। আজ ঠিক আছে কাল তুফান এসে যায়, প্রহের দশা এসে গেলে ঠান্ডা পড়ে যায়। বাবা বলেন, তারা আমার হয়, আশ্চর্যবৎ শোনে, অন্যদেরকে শোনায়ে, ধ্যানে যায়, মালাতে এসে... পুনরায় একদম ভাগিন্টি, চন্দাল হয়ে যায়। তাহলে মালা কিভাবে হবে? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, বরাহমণদের কোনও মালা হয়না। ভক্ত মালা আলাদা, বুদ্ধ মালা আলাদা। ভক্ত মালাতে মুখ্য হলো নারীদের মধ্যে মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নারদ। এটাই হলো বুদ্ধ মালা। সজামে বাবা-ই এসে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। এখন নরকে আছি। বাবা বলছেন, নরককে লাখি মারো, স্বর্গের রাজত্ব গ্রহণ করো, যেটা রাবণ তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটা তো বাবা এসে বলে দেন। তিনি এই সকল শাস্ত্রের তীর্থ ইত্যাদিকে জানেন। তিনি হলেন বীজ রূপ, তাই না। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.... এটা আত্মা বলছে।

বাবা বোঝান যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সংযুগের মালিক ছিল। তার আগে কি ছিল? অবশ্যই কলিযুগের অন্ত হবে তাহলে তো সজাম যুগ হতে হবে পুনরায় এখন স্র্গ তৈরি হচ্ছে। বাবাকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয়, স্র্গ স্থাপন করেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। এঁাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে? স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে। এই উত্তরাধিকার বাবার দ্বারাই প্রদত্ত। তোমরা যে কাউকে জিজ্ঞাস করতে পারো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সংযুগে রাজধানী ছিল, তারা তা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন? কেউ বলতে পারবে না। এই দাদাও বলছেন যে, আমিও জানতাম না। পূজা করতাম কিন্তু কিছুই জানতাম না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন - এই

সজামেই রাজযোগ শিখছে। গীতাতেই রাজযোগের বর্ণনা আছে। গীতা ছাড়া আর কোনও শাস্ত্রের রাজযোগের কথা নেই। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা তৈরি করছি। ভগবানই এসে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন। ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। গীতা কবে রচনা করা হয়েছে এটা জানেনা। বাবা বলেন, আমি কল্প-কল্পের সজামে আসি। যাদেরকে রাজ্য দিয়েছিলাম তারা রাজ্য হারিয়ে পুনরায় তমোপ্রধান দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন এটা হল রাবণের রাজ্য। সমগ্র ভারতেরই কাহিনি এটি। ভারত হলো অলরাউন্ড, অন্যান্যরা তো সব পরে আসে। বাবা বলেন, তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের রহস্য বলছি। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা দেবী দেবতা ছিলে, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না, হে ভারতবাসী! বাবা এসেছেন অন্তিম সময়ে। আদিতে এলে তো আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কিভাবে শোনাবেন! সৃষ্টির বৃদ্ধি যদি না হয় তো কিভাবে বোঝাবেন? সেখানে তো জ্ঞানের দরকারই নেই। বাবা এখন সজাম যুগেই জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তিনি হলেন নলেজ ফুল, তাই না। অবশ্যই জ্ঞান শোনাতে এই অন্তিম সময় আসতে হয়। আদিতে তোমাদেরকে কি শোনাবেন! এটা হল বোঝার বিষয়। ভগবানুবাচ যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। এ হল পান্ডব গর্ভমেন্টের ইউনিভার্সিটি। এখন হল সজাম - যাদব, কৌরব আর পান্ডব। তারা সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে যাদব কৌরব বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। পরস্পরকে গালি দেয়। বাবার সাথে প্রীতি নেই। বলে দেয় যে কুকুর বিড়াল সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছে। বাকি পান্ডবদের প্রীতি-বুদ্ধি ছিল। পান্ডবদের সাথে ছিলেন স্বয়ং পরমাত্মা। পান্ডব মানে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তারা হল লৌকিক পান্ডা, তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊনার আত্মা বৃষী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ\*

১) আত্ম অভিমানী হয়ে এই অসীম জগতের নাটকে হিরো পার্ট পালন করতে হবে। প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট নিজ নিজ। এই জন্ম কারো পার্ট দেখে ঈর্ষা ক'রো না।

২) সকাল সকাল উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, অভ্যাস করতে হবে - আমি এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে আলাদা। বাবা তুমি কতই না মিষ্টি, তুমি আমাকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছো।

\*বরদানঃ\*

সর্বদা দেহ অভিমান এবং দেহের দুর্গন্ধ থেকে দূরে থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী ভব

বলা হয় যে ইন্দ্রপ্রস্থে পরীরা ছাড়া আর কোনও মানুষ থাকতে পারে না। মানুষ অর্থাৎ যে নিজেকে আত্মা না মনে করে দেহ মনে করে। তাই দেহ অভিমান আর দেহের পুরানো দুনিয়া, পুরানো সম্বন্ধের থেকে সর্বদা উপরে উড়তে থাকো। অল্প একটুও মনুষ্যভাবের দুর্গন্ধ যেন না থাকে। দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকো, জ্ঞান আর যোগের ডানা মজবুত হলে তবে বলা যাবে ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী।

\*স্লোগানঃ\*

নিজের শরীর, মন, ধনকে সফল করে বা সকল খাজনাকে বৃদ্ধি যে করতে পারে, সে-ই হল সুবুদ্ধি সম্পন্ন।